গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
আনসারী ভবন, ১৪/২ তোপখানা রোড ঢাকা
Web: www.ntcc.gov.bd

স্মারক নং- স্বাপকম/এনটিসিসি/কৃ. নী./২০১৫/৭৭ তারিখঃ ১৬/০৫/২০১৭ খ্রিঃ

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ খসড়া তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৭ এর উপর মতামত প্রদান।

সরকার জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় করে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধনী) প্রণয়ন করেছে। এফসিটিসি'র স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ (তামাকের চাহিদা হ্রাস ও যোগান নিয়ন্ত্রণ) বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষত তামাকের যোগান নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি'র আর্টিকেল ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহ তামাকের বিকল্প ফসল চাষে কৃষকদের সহায়তা প্রদান ও তামাক চাষের ক্ষতি থেকে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। সংশোধিত আইন অনুযায়ী এবং এফসিটিসির আলোকে তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৭ প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। খসড়া নীতিটি চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত খসড়া তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৭ এর উপর আগামী ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে ই-মেইলে অথবা পত্রযোগে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে মতামত প্রেরণের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

(মোঃ মোতাহার হোসেন)
উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ফোন: ৯৫৮৫১৩৫
Email: ntcc_bangladesh@yahoo.com

খসড়া

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৭

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. শিরোনাম:

এই নীতি 'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৭' নামে অভিহিত হবে।

২. ভূমিকা:

তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সাথে তামাক চাষ কৃষি ফসল, বিশেষ করে খাদ্য ফসল উৎপাদন বাধাগ্রস্থ করছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তামাক ব্যবহার ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) -এ স্বাক্ষর করেছে ১৬ জুন, ২০০৩ ও অনুসমর্থন করেছে ১০ মে, ২০০৪ তারিখে। উক্ত কনভেনশনের বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫, (২০১৩ সালে সংশোধনী) প্রণীত হয়েছে। সংশোধীত আইনের ধারা-১২তে বলা আছে, "তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।"

এফসিটিসি'র স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ (তামাকের চাহিদা হ্রাস ও যোগান নিয়ন্ত্রণ) বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষত তামাকের যোগান নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি'র আর্টিকেল ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহ তামাকের বিকল্প ফসল চাষে কৃষকদের সহায়তা প্রদান ও তামাক চাষের ক্ষতি থেকে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

এফসিটিসি'র সপ্তম কনফারেন্স অব দ্যা পার্টিস, ২০১৬ এ রাষ্ট্রসমূহকে তামাক চাষ না করার কিংবা তামাক চাষ শুরু না করার জন্যে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এফসিটিসি'র আর্টিকেল ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকার সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব নেবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে অন্যান্য ফসল চাষ বাড়ানো, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্যোগে তামাক কোম্পানি যেন কোন প্রকার বাধা দিতে না পারে তার জন্যে এফসিটিসি'র অনুচ্ছেদ ৫.৩ অনুযায়ি ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানানো হয়। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক অন্যান্য ফসলের চাষের জন্যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহযোগিতা চাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals –SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা ৩ পরিপুরণে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা 3.a এফসিটিসি বাস্তবায়ন শাক্তিশালী করা এবং লক্ষ্যমাত্রা ৩.৪ সুনির্দিষ্টভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে অ-সংক্রামক রোগ এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেছে। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি যোগানের মাধ্যমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২ অর্জন করা সম্ভব।

তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের আপীলাত (Appellate) ডিভিশনের রায়-

"The government shall take steps phase by phase to stop production of tobacco leaves in tobacco growing Districts of Bangladesh, giving subsidy to the farmers, if possible and necesary to produce other agricultural products instead of tobacco and rehabilitation of the tobacco workers engaged in tobacco production, if possible with alternative beneficial jobs."

দেশের উন্নয়ন নীতির আওতায় সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশ সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং কৃষি উন্নতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জন এবং গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালনের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০১২ এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে খাদ্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কিন্তু তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানি কর্তৃক কৃষকদের নানা সুবিধা দিয়ে তামাক চাষ যেভাবে বাড়ানো হচ্ছে তা কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সুতরাং তামাক চাষ দেশের উন্নয়নে কোন সহায়ক ভূমিকা রাখছে না বরং অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে তামাকের উৎপাদন ও ব্যবহারের কারনে সৃষ্ট অ-সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তামাক চাষের সাথে জড়িত কৃষক ও শ্রমিক বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্যে দিক নির্দেশনা আশা করছেন। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ এই ফসলের চাষ নিয়ন্ত্রণ করা এবং তামাক চাষীদের জন্যে বিকল্প ফসল উৎপাদন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দ্বার উন্মোচিত হবে।

৩. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে তামাক কোম্পানীর উদ্যোগে তামাক চাষ হয়ে আসছে। স্বাধীনতার পর থেকে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে আশির দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তামাক চাষ হচ্ছে। তামাক Nicotina Tabacum এবং Nicotina Rustica জাতীয় Solanacea পরিবারভুক্ত একটি নেশা উদ্রেককারি (Nightshade) উদ্ভিদ। তামাকের প্রতিটি অংশে নিকোটিন থাকে। সবচেয়ে বেশী পরিমাণ নিকোটিন থাকে তামাকের পাতায়, বাকী অংশ কান্ড, শেকড় এবং ফুলে পাওয়া যায়। তামাক পাতা সাধারণত সিগারেট, বিড়ি, হুক্কা, জর্দা ও গুল এবং নস্যি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

বিদেশী ও দেশী বিভিন্ন কোম্পানী কৃষকদের নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে। কোম্পানী তামাক বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশকসহ সকল উপকরণ, নগদ টাকা এবং তামাক পাতা কিনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। বিকল্প ফসলের সুযোগ সুবিধার অভাবে তামাক চাষ করে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও কৃষক নিজ উদ্যোগে তামাক চাষ থেকে বের হতে পারছে না।

তামাক সবচেয়ে বেশী উৎপাদিত হচ্ছে কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও পার্বত্য চট্টগ্রামে। তামাক চাষের ওপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় তামাক চাষ নতুন নতুন এলাকায় সম্প্রসারিত হচ্ছে ফলে কৃষি জমি সংকুচিত হচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তার জন্যে হুমকিস্বরূপ। এছাড়া তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণে (curing) স্বাস্থ্যগত এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

৪. তামাক চাষে ক্ষতিকর প্রভাব

৪.১ কৃষি ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়া

বেশিরভাগ কৃষি ফসলের, বিশেষ করে শীতকালীন রবি ফসলের, জমিতে তামাক চাষ করা হয়। তামাক চাষ করার জন্য কমপক্ষে ৬-৭ মাস সময় লাগে। অক্টোবর থেকে শুরু করে এপ্রিল পর্যন্ত দুটি মৌসুম, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনটি মৌসুমেই কৃষি, বিশেষ করে রবি শষ্যসহ অন্যান্য খাদ্য ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তামাক চাষের জমিতে খাদ্য ফসলের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, দানাদার ফসল, ডাল ও তেল জাতীয় ফসল, মশলা ও সব্জিসহ বিভিন্ন ধরণের খাদ্য ফসলের চাষাবাদ করা হতো। তামাক চাষের ব্যাপকতার কারণে শস্য বহুমূখীকরণের প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে যা পক্ষান্তরে জনগণের

পুষ্টি নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে খাদ্য ফসলের উৎপাদন বাড়ানো অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০১২ প্রণীত হয়েছে। অথচ তামাক চাষ সরাসরি খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত করছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে, ১ হেক্টর জমিতে ৩.৯ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন করা সম্ভব। এ হিসেবে গত ২০১৩-২০১৪ মৌসূমে ৫১,৯৫০ হেক্টর তামাক চাষের জমিতে তামাকের পরিবর্তে শুধুমাত্র ধান চাষ করা হলে ২ লাখ ২ হাজার ৬ শত মেট্রিক টন অতিরিক্ত চাল আমাদের খাদ্য ভান্ডারে যোগ হতে পারতো।

৪.২ অর্থনৈতিক ক্ষতি

৪.২.১ তামাক চাষে কোম্পানি নির্ভরশীলতা

তামাক চাষীদের কোম্পানি কার্ডের মাধ্যমে আগাম নগদ অর্থ, বীজ, উপকরণ সহায়তা দিয়ে এবং তামাক পাতা কিনে নেয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে অসহায় কৃষককে কোম্পানী নির্ভর করে তোলে। তামাক পাতার দাম নির্ধারণ কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির সভার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হলেও তামাক চাষীরা কোম্পানির দেয়া দামের ওপর নির্ভরশীল থাকেন, কারণ এই পাতা নির্দিষ্ট কোম্পানি ছাড়া আর কোথাও বিক্রি করা যায় না। এছাড়া কোম্পানি মৌসুমের শুরুতে যে দামে পাতা কেনার প্রতিশ্রুতি দেয়, পাতা বিক্রির সময় সেটা অনেক সময় রক্ষা করে না। পাতার গ্রেডের মাধ্যমে কোম্পানি পাতার মান ও দাম নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে তামাক পাতা বিক্রি করে নগদ টাকা পাওয়া গেলেও সব কৃষকরা উৎপাদন খরচ তুলতে পারে না। নগদ পাওয়া অর্থ দেনা শোধ করতেই খরচ হয়ে যায়। কোম্পানি নির্ভরশীলতার কারণে তামাক চাষীরা অন্যান্য অর্থকরী এবং লাভজনক ফসলের চাষ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

৪.২.২ পারিবারিক শ্রম নির্ভরশীলতা

তামাক রোপন থেকে শুরু করে পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবারের নারী ও শিশুদের কাজে লাগাতে হয়। অথচ এই শ্রমের মূল্য উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরা হয় না, এবং কৃষক কোন বাড়তি অর্থনৈতিক সুবিধা পায় না। এছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশু শ্রমের ব্যবহারের কারনে শ্রম আইন লংঘিত হয়।

৪.৩ পরিবেশের ক্ষতি

৪.৩.১ তামাক চাষে মাটি, পানি ও পরিবেশের ক্ষতি

উর্বর জমিতে কয়েক বছর তামাক চাষ করার কারণে মাটি, পানি ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। মাটির গুণাগুণ নষ্ট, মাটির উর্বরতা শক্তির হ্রাস, পানি ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা, মাটির ক্ষয়, মাটির অণুজীব ধ্বংস হওয়াসহ মাটিতে নানা ধরনের আগ্রাসী আগাছা বৃদ্ধি পায়। তামাকের বিষাক্ত বর্জ্য, কীটনাশক গড়িয়ে আশেপাশের জলাশয়, নদী, খাল বিলের পানিতে মিশে পানি দুষিত করে। ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ জীব, অনুজীবসহ জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি সাধিত হয়। তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দুষিত হচ্ছে।

৪.৩.২ গাছ কাটা ও বনায়ন ধ্বংস

তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত চুল্লিতে নির্বিচারে কাঠ, খড়ি, খড় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তামাক চাষ এলাকার বনজ, ফলজ ও ওষুধী গাছ কেটে চুল্লিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বনায়ন ধ্বংসের জন্য তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণ বহুলাংশে দায়ী। নতুন নতুন তামাক চাষ এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় বন এলাকা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

৪.৪ স্বাস্থ্যের ক্ষতি

৪.৪.১ তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে স্বাস্থ্য সমস্যা

চাষের বিভিন্ন ধাপে যেমন বীজতলা তৈরি, জমি তৈরি, চারা রোপন, রিং করা, শুর টানা, গাছের পরিচর্যা, আড়ি তোলা, কলি ভাঙ্গা, পাতা সংগ্রহ করা, পাতা স্টিক করা, পাতা জাগ দেয়া, পাতা পোড়ানো, পাতা গ্রেডিং করা এবং বেল করার সময় কৃষককে প্রচুর খাটুনি করতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে কৃষক ও শ্রমিক ক্ষুধাহীনতা, মুখে অরুচি, মাথা ঝিমঝিম করা, প্রস্রাব লাল হওয়া, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, চর্মরোগ, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, ঘাড়ব্যথা, কোমর ব্যথাসহ হাঁপানি, হাত-পা চুলকানী, হাটু ব্যথা, অতিরিক্ত ঘাম ঝড়া, হাত অবশ হওয়া, পাতার কষে ঘামাচির মত হওয়া, চোখ দিয়ে পানি ঝড়া, হাতে কালো দাগ পড়ার মত শারিরীক সমস্যায় ভুগতে থাকে। তামাক পাতা পোড়াতে চুল্লীর পাশে টানা ৬০ থেকে ৭২ ঘন্টা অবস্থান করায় প্রতিটি শ্রমিকের নানাবিধ শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়।

৪.৪.২ নিকোটিন সংক্রমণ ঝুঁকি

নিকোটিন (Nicotine) হচ্ছে নাইট্রোজেন সংযুক্ত এলক্যালয়েড (Alkaloid), যা পানির সংস্পর্শে আসলে দ্রবীভুত হয় এবং সে সময় পাতায় হাত দিলে তা চামড়া দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। তামাক চাষের বীজতলা থেকে পাতা কেটে বাড়ী আনা পর্যন্ত পাতার পরিচর্যা করার সময় ভোরের শিশির-ভেজা পাতা, কিংবা সেচ দেয়ার পর পানি লাগা পাতা স্পর্শের মাধ্যমে কৃষকের শরীরে নিকোটিন প্রবেশ করে। তামাকের বীজতলায় চারা গজানো থেকে শুরু করে তামাক পাতা সংগ্রহ, বাছাই ও স্টিক করার সময় পর্যন্ত তামাক চাষীরা নিকোটিনে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এই সময় কৃষকের নানা ধরণের শারীরিক সমস্যা, বিশেষ করে মাথা ঘোড়ানো, বমি ভাব, শীত শীত লাগা, মুখ দিয়ে লালা পড়া, হাতে কালো আঠা লেগে যাওয়া, খাবার অরুচিসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয় যা গ্রীণ টোবাকো সিকনেস (Green Tobacco Sickness) নামক মারাত্মক রোগের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।

৪.৪.৩ তামাক পরিচর্যায় নারী স্বাস্থ্যে প্রভাব

তামাক চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী শ্রমিক কাজ করে থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে নারী শ্রমিকদের কোমড়ে ব্যথা, হাতে ব্যথা, বিশেষ করে তন্দুরে বা চুল্লির টানা পরিশ্রমে এবং পাতা থেকে নির্গত গ্যাসের কারণে নানা ধরণের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভবতীর নারীর সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়া, কম ওজনের শিশুর জন্ম দেয়া, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, শরীর জ্বালাপোড়া, ক্ষুধাহীনতা, চোখজ্বালা করা, জরায়ু সংক্রমণ প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়।

৪.৫ সামাজিক ক্ষতি

৪.৫.১ শিশু শ্রমের ব্যবহার ও শিক্ষায় প্রভাব

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, কিশোর-কিশোরীদের তামাকের কাজে যুক্ত করায় একদিকে শ্রম আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে অন্যদিকে ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া নষ্ট হচ্ছে। তামাক প্রক্রিয়াকরণ সময়ে তাদের স্কুলে অনিয়মিত যাতায়াত; সেই সাথে শারীরিক দুর্বলতা; সব মিলিয়ে অকালে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল ত্যাগ করতে হয়। স্কুলের আশেপাশে তামাক চাষ এবং প্রক্রিয়াকরণে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে।

৪.৫.২ শ্রমিকের কাজের পরিবেশ

তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াকরণে ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকলেও তামাক কোম্পানী তামাক চাষী ও শ্রমিকের কোন প্রকার স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেমন নিরাপত্তা পোশাক, হাতে গ্লাভস এবং মুখের মাস্ক ইত্যাদি সরবরাহ করে না। কাজেই কোন রকম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই কৃষক ও শ্রমিকেরা কাজ করতে বাধ্য হন। তামাক চাষে ব্যাপক পরিমাণে কীটনাশকের ব্যবহার, পরিচর্যার সময়ে তামাক পাতা থেকে নিকোটিনের সংক্রমণ, তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণের সময় উচ্চ আগুনের তাপ ও বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন প্রভৃতি প্রতিকুল পরিবেশে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে কৃষক ও শ্রমিকেরা কাজ করে থাকেন।

৫. লক্ষ্য

এই নীতির লক্ষ্য হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পৃক্ততায় তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষক/শ্রমিককে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা ও অন্যান্য কৃষি ফসল উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে কৃষি জমি তামাকমুক্ত করে কৃষিজাত ও খাদ্য ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
৬.২ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের অন্যান্য ফসল উৎপাদনে সহায়তা দেয়া ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
৬.৩ তামাক চাষের এলাকায় জলাশয় ও নদী দূষণ মুক্ত করা ও বনায়ন রক্ষা করা;
৬.৪ কৃষক ও শ্রমিক স্বাস্থ্য ও নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা;
৬.৫ তামাক চাষে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের রক্ষা করা।

৭. লক্ষ্যমাত্রা

৭.১ স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭ - ২০২১)

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের স্ব-স্ব উদ্যোগে কৃষকদের কৃষি ফসল উৎপাদন ও অ-কৃষি কাজের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। তামাক চাষ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা ও সম্প্রসারণ রোধ করা। শিশু শ্রমের ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করা।

৭.২ মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭ - ২০২৬)

তামাক চাষকৃত জমি ৫০% এ নামিয়ে এনে একই জমিতে অন্যান্য কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি। পার্বত্য এলাকাসমূহে স্থানীয় অর্থকরি ফসল (আদা, হলুদ, মরিচ জাতীয় শস্য এবং কলা, আম, আনারস জাতীয় ফল) সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিক্রয়ে প্রয়োজনীয় কৃষক বাজার স্থাপন এবং ফল জাতীয় ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন। বনায়ন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৭.৩ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭ - ২০৩১)

বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে তামাক পাতার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা। তামাক চাষের কারণে ক্ষতির বিভিন্ন দিক নিরসনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যকর ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদাহরণ সৃষ্টি করা। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি পূর্ণ বাস্তবায়ন করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ রক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।

৮. কৌশল

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের বিষয়টি বহুমাত্রিক এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কাজ হিসেবে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তামাক চাষীদের কৃষি ফসল উৎপাদনে উৎসাহ ও সহায়তা দেয়ার কাজ করতে হবে।

৯. সার্বিক কৌশল

৯.১ **কৃষকের সুবিধা:** তামাক চাষে কোম্পানির কাছ থেকে উপকরণ, অগ্রিম টাকা ও বাজারজাতকরণের সুবিধা পাওয়া যায় বলে কৃষকরা তামাক চাষে নিয়োজিত হয়। তাই তামাক চাষীদের বিকল্প কৃষি ও খাদ্য ফসলের জন্যে সকল প্রকার সুবিধা দেয়া, বিশেষ করে উপকরণ ও ফসল (বাজারজাতকরণের) সুবিধা / ঋণ এবং বিকল্প ফসলকেও কৃষকের দৃষ্টিতে লাভজনক বলে প্রতিষ্ঠিত করা।

৯.২ **কোম্পানির উদ্যোগে চাষ নিয়ন্ত্রণ:** তামাক কোম্পানি সরকারের বিনা অনুমতিতে কোন এলাকায় তামাক চাষ শুরু করতে না দেয়া এবং কৃষকদের তামাক চাষে উৎসাহিত করার কৌশল থেকে বিরত রাখা।

৯.৩ **শিশু শ্রম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ:** তামাক চাষে শিশু শ্রম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা।

৯.৪ **পরিবেশ রক্ষা:** তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণে জ্বালানী হিসেবে কাঠের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা এবং এ বিষয়ে জোড়দার নজরদারী করা। ঘরবাড়ী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি কোন তামাক চাষ, পাতা পোড়ানো এবং বায়িং হাউজ স্থাপন নিষিদ্ধ করা।

৯.৫ **স্বাস্থ্য রক্ষা:** স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষক, শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নারী স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশেষ করে গর্ভধারণকারী কোন মহিলাকে তামাক চাষ ও তামাক দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণে নিয়োগ প্রদান নিষিদ্ধ করা। সকল শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সরঞ্জাম যেমন, নিরাপত্তা পোশাক, হাতে গ্লাভস এবং মুখের মাস্ক ইত্যাদি তামাক কোম্পানী কর্তৃক সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৯.৬ **জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** সুশীল সমাজ এবং ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে তামাক চাষের কুফল বর্ণনা করে তামাক চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯.৭ **কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ:** তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার কর্মপরিকল্পনা এবং কৃষি, অর্থ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, শ্রম, খাদ্য, শিক্ষা, তথ্য, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, সমাজ কল্যাণ, ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর এবং বেসরকারী সংস্থাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা:

১০. কর্মপন্থা

১০.১ তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ

১০.১.১ অর্থকরী ফসল হিসেবে তামাকের অন্তর্ভুক্তি বাতিল করা;

১০.১.২ কৃষক বা জমির মালিককে জমি ব্যবহারে নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেয়া যেমন কৃষি বা কোন খাদ্য ফসলের জমিতে তামাক চাষ না করা;

১০.১.৩ তামাক কোম্পানিকে কৃষকদের আগাম অর্থ, সার-কীটনাশক সরবরাহ, বাজারজাতের সুবিধাসহ তামাক চাষে উদ্ভুত করা থেকে বিরত রাখা;

১০.১.৪ তামাক কোম্পানি অ-কৃষি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করার কৌশল নিষিদ্ধ করা;

১০.১.৫ তামাক চাষীকে অন্যান্য যে কোন কৃষি ও খাদ্য ফসলের জন্যে কোনরূপ সরকারি সহায়তা প্রদান না করা;

১০.১.৬ তামাক চাষের এলাকায় যে কোন চাষীকে 'তামাক চাষ করেন না' মর্মে স্থানীয় প্রতিনিধিগণের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে কোনরূপ ঋণ, ভর্তুকী, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান না করা;

১০.১.৭ সরকারী খাস ও অধিগ্রহণকৃত জমি লীজের ক্ষেত্রে 'লীজকৃত জমিতে তামাক চাষ করা যাবে না' মর্মে শর্ত আরোপ করা;

১০.১.৮ তামাক চাষে পর্যায়ক্রমে হ্রাস করবার লক্ষ্যে তামাক চাষের জমির পরিমান ও পাতার উৎপাদনের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নির্ধারণ ও তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা।

১০.২ কৃষকদের কৃষি ও খাদ্য ফসল উৎপাদনে সহায়তা

১০.২.১ তামাক ত্যাগকারী কৃষককে কৃষি ও খাদ্য ফসল উৎপাদনে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানসহ এবং বিশেষ সুবিধা (সার, বীজ, কৃষি উপকরণ ও কৃষি সরঞ্জাম) দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা;

১০.২.২ খাদ্য ও অন্যান্য কৃষি ফসলের বাজারজাত করতে সহযোগিতা দেয়া। স্থানীয়ভাবে কৃষি পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থাসহ উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য নিশ্চিত করা;

১০.২.৩ কৃষকদের উৎপাদিত ফসল গুদামজাত করার সুবিধার্থে উপজেলা পর্যায়ে কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন করা;

১০.২.৪ তামাক ত্যাগকারী কৃষকদের কৃষি ও খাদ্য ফসল উৎপাদনে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিগণ ও এনজিওদের সম্পৃক্ত করা;

১০.২.৫ শাক সবজির নার্সারী (মরিচ, বেগুন, টমেটো, কপি, সীম) তৈরি করে চারা উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা;

১০.২.৬ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা থেকে তামাকের পরিবর্তে অন্যান্য ফসলের উৎপাদনে সহযোগিতা গ্রহণ।

১০.৩ কর্মসংস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা

১০.৩.১ তামাক চাষী পরিবারের সদস্যদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর ও এনজিওদের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

১০.৩.২ জীবিকা নির্বাহের জন্য তামাক ত্যাগ করে কুটির শিল্প স্থাপনে (তাঁত, মৎস, গবাদি পশু পালন) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা;

১০.৩.৩ তামাক চাষ এলাকায় কুটির শিল্পে উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণ ও নায্যমূল্য নিশ্চিত করা;

১০.৪ পরিবেশ রক্ষার ব্যবস্থা

১০.৪.১ পরিবেশ অধিদপ্তর তামাক চাষে পরিবেশের ক্ষতি ক্ষতি নিরুপণ করবে। এ বিষয়ে UNEP (United Nations Environment Programme) ও UNFCCC (United Nation Framework Convension on Climate Change) এর সাথে যৌথভাবে কাজের উদ্যোগ গ্রহণ;

১০.৪.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ধর্মীয় উপসনালয়, আবাসস্থল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন (৫০০ গজের মধ্যে) জমিতে তামাক চাষ বা তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণ করতে না দেয়া;

১০.৪.৩ তামাক পাতা পোড়ানোর জন্যে যে কোন প্রকার ফলজ, বনজ, কাঠজাতীয় ও ওষুধি গাছ ব্যবহার করতে না দেয়া;

১০.৪.৪ নদী, খাল বা লেকের পানি থেকে উপরের দিকে কমপক্ষে ১৫০ গজ পর্যন্ত দুই পাশের ঢালুতে তামাক চাষ করতে না দেয়া।

১০.৫ স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা

১০.৫.১ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

১০.৫.১.১ তামাক চাষের এলাকায় তামাক চাষী, শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের তামাক চাষের কারণে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কাছ থেকে সরকারীভাবে খরচ আদায় করা।

১০.৫.১.২ স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে তামাক চাষজনিত রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসকগণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান, চিকিৎসা উপকরন ও প্রয়োজনীয় ঔষধের সংস্থান রাখা।

১০.৫.২ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১০.৫.২.১ তামাক চাষে স্বাস্থ্য ক্ষতির বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

১০.৫.২.২ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সাথে যৌথ উদ্যোগে নিকোটিন সংক্রমণ ও গ্রীণ টোবাকো সিকনেস (Green Tobacco Sickness) বিষয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও Occupational harms চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে গাইডলাইন তৈরি করা;

১০.৫.২.৩ তামাক চাষে নিকোটিন সংক্রমণ ও রাসায়নিক সার-কীটনাশকের ব্যবহারের জন্যে কৃষক ও শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক (Protection) ব্যবস্থা গ্রহণে (নিরাপত্তা পোষাক, মাস্ক, হাতের গ্লাভস সরবরাহ) কোম্পানীকে বাধ্য করা;

১০.৫.২.৪ প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা পাঠ্যক্রমে তামাক চাষে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির বিষয় সন্নিবেশ করা;

১০.৫.২.৫ শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক, উপসনালয়ের প্রধান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, কৃষি কর্মী, এনজিও কর্মীগণকে তামাক চাষে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাঁদের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

১০.৬ তামাক পাতা উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে কর আরোপ

১০.৬.১ বর্তমানে অপ্রক্রিয়াজাত তামাক এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি রয়েছে। এই মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রত্যাহার করে অপ্রক্রিয়াজাত তামাক এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে উচ্চ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;

১০.৬.২ তামাক পাতা উৎপাদনের পরিমাণ ও কৃষি জমি ব্যবহারের উপর স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা;

১০.৬. ৩ তামাক পাতা রপ্তানীর ক্ষেত্রে উচ্চ হারে রপ্তানী শুল্ক আরোপ করা।

১১. আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে থাকবে, এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (National Tobacco Control Cell) তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়নের জন্যে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় করবে।

১১.১ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর কর্তৃক তাঁদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিধারণ;

১১.২ তামাক চাষের এলাকায় তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত এবং অন্যান্য কৃষি ফসল উৎপাদনে সহায়তার জন্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্মকর্তাদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ প্রদান;

১১.৩ কৃষকদের সহায়তা দেয়ার জন্যে সামাজিক সংগঠন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিওদের সম্পৃক্ত করা।

১২.০ গবেষণা ও মূল্যায়ন

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৭ এবং এফসিটিসির ধারা ১৭ ও ১৮ এর আলোকে গৃহিত তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৭ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা এবং কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা নিরূপনের জন্যে গবেষণা ও মূল্যায়ন করা হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর অন্তর নিম্নোক্ত সূচকসহ অন্যান্য আবশ্যকীয় সূচকের মাধ্যমে দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন, গবেষণার ফলাফল এবং প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী নীতিনির্ধারণী কৌশল ও তার প্রায়োগিক কৌশলসমূহ পুনর্বিন্যাস করা হবে।

১২.১ তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির হার;

১২.২ তামাক চাষের কারণে কৃষি ও খাদ্য ফসলের ক্রমহ্রাস/বৃদ্ধির হার;

১২.৩ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও গর্ভবতী নারীর তামাক চাষে সম্পৃক্ততার হার;

১২.৪ বনজ, ফলজ, ঔষধি গাছ নিধনের হার;

১২.৫ তামাক চাষের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জনসচেতনতার হার;

১২.৬ তামাক চাষী, শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতি/অবনতির হার;

১২.৭ কৃষি ও অকৃষি জীবিকা বৃদ্ধি/হ্রাসের হার;

১২.৮ তামাক কোম্পানি অ-কৃষি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নামে গৃহিত কর্মকান্ডের হার;

১২.৯ পরিচালিত মোবাইল কোর্টে প্রাপ্ত জরিমানার পরিমান, দন্ডপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।